ইসলামী শিক্ষাবৃত্তি বীমা

শিক্ষার বিকল্প নেই। ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে আগামী প্রজন্ম যেন নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারে এ জন্য উচ্চ শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষাখাতে খরচ দিন দিন যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা ভেবে অভিভাবকগণ শিশুদের ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। আমাদের সন্তানদের অনাগত ভবিষ্যতকে উচ্চ শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যেই প্রগতি ইসলামীবীমা ডিভিশন ইসলামী শিক্ষাবৃত্তি বীমা নামক নতুন পরিকল্প প্রণয়ন করেছেন। এ পরিকল্পের মাধ্যমে নিয়মিত সঞ্চয় করে সহজেই আপনার সন্তানের ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করে দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারেন।

এ পরিকল্পের বৈশিষ্ট্য ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার এক বছর আগে অর্থাৎ দশম শ্রেণী থেকে বৃত্তি প্রদান শুরু হবে এবং তা চলবে সর্বোচ্চ ০৯ (নয়) বছর। এ পরিকল্পে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা থাকায় ছাত্র/ছাত্রীরা পড়াশুনায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং ভাল রেজাল্ট করার চেষ্টা করবে। কোন পরীক্ষায় সন্তান কৃতকার্য হতে ব্যর্থ হলে যতদিন পর্যন্ত সে কৃতকার্য না হবে ততদিন পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান বন্ধ থাকবে। বৃত্তি আরম্ভ হওয়ার পূর্বে সন্তানের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু হলে অন্য সন্তানের নামে পলিসি পরিবর্তন করা যাবে অথবা সম্পূর্ণ প্রিমিয়াম ফেরত দেয়া হবে। বৃত্তি প্রদান আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অথবা পর কোন কারণে শিশুর পড়াশুনা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে গেলে বৃত্তি প্রদান করা হবে না। এমতাবস্থায় অভিভাবকগণ অন্য সন্তানের নামে পলিসিটি পরিবর্তন করতে পারবেন। বৃত্তি পেলে অথবা না পেলে সন্তানেরও ২৪ বছর বয়সে সকল প্রিমিয়াম ফেরত দেয়া হবে।

একক প্রিমিয়াম ঃ প্রগতি ইসলামী বীমার অন্যান্য পরিকল্পের মত এ পরিকল্পেও একক প্রিমিয়াম প্রদানের সুবিধা রয়েছে। একক প্রিমিয়াম প্রদান করে পলিসি গ্রহণ করলে তুলনামূলক ভাবে প্রিমিয়াম এর হার অনেক কম হয় এবং মাত্র একবার প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয় বলে প্রতিবছর প্রিমিয়াম প্রদানের ঝামেলা থেকে চিন্তামুক্ত থাকা যায়।

শিশুকে উপহার ঃ নতুন সন্তানের আগমনে, জন্মদিনে অথবা যে কোন অনুষ্ঠানে আপনি ইসলামী শিক্ষাবৃত্তি বীমা পলিসি উপহার হিসেবে দিতে পারেন। শিশুর শিক্ষা জীবন সুনিশ্চিত করার মত বড় উপহার আর কিছুই হতে পারে না। উল্লেখ্য, যে কেউ যে কোন শিশুর জন্য এ পলিসি গ্রহণ করতে পারেন। তবে প্রস্তাবকের নাম অবশ্যই শিশুরা বাবা মা অথবা আইনগত অভিভাবকের হতে হবে।